যুগান্তর

তারিখ ০৭ SEP 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

আবাসন সুবিধাবঞ্চিত ৭৫ ভাগ শিক্ষার্থী

আব্দুল্লাহ আল মামুন, *ইবি*

প্রতিষ্ঠার ৩৬ বছরেও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট দূর হয়নি। বিভাগ ও আসন সংখ্যা বাড়লেও বাড়ছে না আবাসন সুবিধা। উল্টো সংকট দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর ৭৫ ভাগই আবাসন সুবিধাবঞ্চিত।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সমস্যা

ইবি ৩

ইবির ৭টি হলে আসন মাত্র ২ হাজার ৭৯২টি। বাকি শিক্ষার্থীদের হলের পার্শ্ববর্তী মেস কিংবা শহরে বাসাভাড়া করে থাকতে হয়। মেসগুলোতে নেই ন্যূনতম সুবিধা, আর শহরে বাসা ভাড়া ব্যয়বহুল। ফলে চরম সংকটেই থাকতে হয় শিক্ষার্থীদের। বিশেষ করে ছাত্রীদের বেশি সমস্যায় পড়তে হয়। এছাড়া বর্তমানে জঙ্গি ইস্যুতে অনেকেই শিক্ষার্থীদের বাসা বা মেস ভাড়া দিতে চান না।

বিশ্ববিদ্যালয়টি কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ শহর থেকে যথাক্রমে ২৪ ও ২২ কিলোমিটার দূরে হওয়ায় শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ক্যাম্পাসে

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

আবাসন সুবিধাবঞ্চিত ৭৫ ভাগ শিক্ষার্থী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

যাতায়াত করতে হয়। শীত কিংবা গরমে প্রতিদিন বাসে করে ক্যাম্পাসে আসতে গিয়ে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইংরেজি বিভাগের ছাত্র রবিউল ইসলাম পলাশ, বাংলা বিভাগের রাশেদুল ইসলাম, আল ফিকহ বিভাগের ইলিয়াস হোসেন বলেন, ঝড়-বৃষ্টি কিংবা শীত উপেক্ষা করে আমাদের ক্যাম্পাসে আসতে হয়। প্রতিদিন যাতায়াতেই অনেক সময় চলে যায় যা পড়াশোনায় দারুণ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহের বিভিন্ন বাসা বাড়িতে মেস হিসেবে ভাড়া থাকা শিক্ষার্থীদের পড়তে হয় চতুর্মুখী সমস্যায়। প্রথমত মালিকরা ন্যূনা অজুহাতে ব্যাচেলরদের বাসা ভাড়া দিতে চান না। তার ওপর বর্তমানে দেশব্যাপী জঙ্গি ইস্যুতে অনেক মেস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অনেক সময় কোনো কারণ ছাড়াই শিক্ষার্থীদের মেস থেকে উঠিয়ে নেয় পুলিশ। এতে তাদের সব সময় আতংকে থাকতে হয়। এতকিছুর পর বাসা পাওয়া গেলেও ভাড়া গুনতে হয় দ্বিগুণ। তার ওপর স্থানীয় বখাটেদের উৎপাত।

কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহে বিভিন্ন মেসে অবস্থানরত ছাত্রীরা জানান, ছাত্রীদের থাকার তেমন কোনো ভালো মেস নেই। যা পাওয়া যায় সেগুলোতেও রয়েছে নিরাপত্তার চরম অভাব। তাছাড়া স্থানীয় বখাটে ছেলেদের উৎপাত তো রয়েছেই।

এদিকে অভিযোগ রয়েছে, বেশিরভাগ ছাত্রীদের হলে সিট পেতে শিক্ষক বা ছাত্র নেতাদের দ্বারস্থ হতে হয়। এই সুযোগে বিভিন্ন বিভাগের অনেক শিক্ষক ছাত্রীদের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছেন। ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের এক ছাত্রী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমার এক বান্ধবীর পরামর্শে ছোট বোনের সিটের জন্য এক শিক্ষকের শরণাপন্ন হই। কিন্তু ওই শিক্ষকের কাছে গিয়ে যে হেনস্থার শিকার হয়েছি সেটা কখনও ভাবতে পারিনি।

এছাড়া মেয়েদের সবকটি হলে রয়েছে গণরুম নামের গারদখানা। এসব গণরুমের প্রতিটিতে ৩০/৪০ জন ছাত্রী থাকে। ১ম বর্ষের ছাত্রীদের মধ্যে যারা সিট পান তাদের সবাইকেই এসব গণরুমে থাকতে হয়। অভিযোগ রয়েছে, হলের বড় আপুরা (বিশেষ করে নেত্রীরা) ১ম বর্ষের ছাত্রীদের গণরুমে থাকতে বাধ্য করে। হলের পুরুষ আবাসিক শিক্ষকরা মেয়েদের হলে সিট করিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়ে অনৈতিক সুযোগ নিতে চায় বলেও ছাত্রীদের অভিযোগ। এ বিষয়ে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া হলের একাধিক ছাত্রী বলেন, অধিকাংশ ছাত্রীকে আবাসিক সমস্যা নিয়েই বেশি ভাবতে হয়। যার কারণে পড়ালেখায় মনোযোগ দিতে সমস্যা হয়। এছাড়া অনেক শিক্ষার্থী বিশেষ করে ছাত্ররা হলে সিট পেলেও ছাত্র সংগঠনগুলো বাধ্য করে রাজনীতিতে অংশ নিতে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট কাউন্সিলের সভাপতি প্রফেসর ড. ইকবাল হোছাইন বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী এ বিশ্ববিদ্যালয় হবে সম্পূর্ণ আবাসিক। সুতরাং রাষ্ট্র আইনগতভাবে দায়বদ্ধ প্রতিটি শিক্ষার্থীর থাকার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটসহ নানাবিধ কারণে বিষয়টি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহের মাঝামাঝি গ্রামীণ পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক অবস্থা কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে চাইলে আবাসিক হল বৃদ্ধিসহ শিক্ষকদের আবাসন ব্যবস্থার বিকল্প নেই।